নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশন অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং- ৪২২/২০১৭

মোঃ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী
----সাজাপ্রাপ্ত-দরখাস্তকারী।
-বনাম-
রাষ্ট্র ও অন্য
------প্রতিবাদী

এ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান
---সাজাপ্রাপ্ত-দরখাস্তকারী পক্ষে।
এ্যাডভোকেট হোসনেআরা বেগম
-------৩নং প্রতিবাদীপক্ষে
এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
-- রাষ্ট্র- প্রতিবাদী পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ৩১.০৫.২০২৩, ১৪.০৬.২০২৩ এবং
রায় প্রদানের তারিখঃ ১৯.০৭.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ এবং বিশেষ দায়রা জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল নং ০১/২০১৬(নতুন)/৪২২/২০১৫(পুরাতন)-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০২.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

অত্র মোকদ্দমা নিস্পত্তি লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, মনির আহমদ, ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক, কোর্ট হিল শাখা, চট্টগ্রাম বিগত ইংরেজী ১৫.১১.২০০৫ তারিখে কোতয়ালী থানায় এজাহার দাখিল করে বর্ণনা করেন যে, ১। মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী ২। মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন ও ৩। মোহাম্মদ কামাল উদ্দিনত্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করে বলেন যে, ১নং আসামী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কোট হিল শাখায় বিগত ইংরেজী ০৯.০৭.২০০১ তারিখে সঞ্চয়ী হিসাব নং ৮৪৯৭ খুলে পরিচালনা করে আসছেন। ১নং আসামী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী তার উক্ত সঞ্চয়ী হিসাবে বিগত ইংরেজী ১২.০৯.২০০৫ হতে বিগত ইংরেজী ০৯.১১.২০০৫ তারিখের মধ্যে ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ(এলএলসি) কর্তৃক ইস্যুকৃত ২৯টি ড্রাফট জমা করেন। উক্ত ড্রাফটগুলির টাকা সংগ্রহের নিমিত্তে পরিশোধকারী সোনালী ব্যাংক, কেসি দে রোড কর্পোরেট শাখায় প্রেরণ

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করা হলে ২৮টি ড্রাফট মুল্য ১৯,৭৫,০০০/- টাকা উক্ত শাখা হতে সোনালী ব্যাংক, কোর্ট হিল শাখায়, ১নং আসামী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরীর পরিচালিত সঞ্চয়ী হিসাবে জমা হয়। অপর একটি ড্রাফটে ত্রুটি থাকায় তা ফেরৎ দেওয়া হয়। ১নং আসামী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী উক্ত সঞ্চয়ী হিসাবে উক্ত ২৮টি ড্রাফটের বিপরীতে জমাকৃত মোট ১৯,৭৫,০০০/- টাকার মধ্যে ১৩,৫৮,৭০০/- টাকা চেকের বিপরীতে উত্তোলন করেন এবং অবশিষ্ট ৬,১৬,৩৩০/- টাকা উক্ত সঞ্চয়ী হিসাবে জমা থাকে। ইতিমধ্যে ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ (এলএলসি) বিগত ইংরেজী ২৭.১০.২০০৫ তারিখে পত্রের মাধ্যমে তর্কিত ড্রাফটি সহ আরও কিছু ড্রাফট জাল হওয়ার বিষয় সোলানী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়কে জানিয়ে সোনালী ব্যাংক কেসি দে রোড কর্পোরেট শাখায় প্রদান করেন। বিগত ইংরেজী ১০.১১.২০০৫ তারিখে ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ(এলএলসি) উক্ত পত্র পাওয়ার পুর্বেই বর্ণিত ড্রাফটগুলো ১নং আসামীর হিসাবে জমা হয় এবং ১নং আসামী চেকের বিপরীতে উক্ত তারিখের পুর্বে ১৩,৫৮,৭০০/- টাকা উঠাইয়া নেয়। উক্ত টাকার মধ্যে চেক নং ০৩১৬২৪০তারিখ ৩০.১০.২০০৫ এর বিপরীতে ২,০০,০০০/- টাকা ৩নং আসামী মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন গ্রহন করেন। বিগত ইংরেজী ১৪.১১.২০০৫ তারিখে ১নং আসামী উক্ত হিসাবে ৩নং আসামীর মোহাম্মদ কামাল উদ্দিনের বরাবর ইস্যুকৃত ১,৫০,০০০/- টাকা চেক নং ৪০৬৮৩৬৩ তারিখ ০৮.১১.২০০৫ তারিখে নগদায়নের জন্য সোসাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড হালিশহর শাখায় উপস্থাপন করেন এবং উক্ত চেক নগদায়ন ব্যতীত ফেরত দেওয়া হয়। বর্ণিত ড্রাফট সমুহ জাল ও ভুয়া হওয়ার বিষয় প্রকাশ পাইলে ১নং আসামীর সাথে যোগাযোগ করে তাকে ব্যাংকে আনা হলে তিনি বিগত ইংরেজী ১৩.১১.২০০৫ তারিখে লিখিতভাবে জানান যে, ড্রাফটগুলি নগদায়নের জন্য ২নং আসামী মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন তাকে দিয়েছেন এবং তিনি বিগত ইংরেজী ১৪.১১.২০০৫ তারিখে টেলিফোনের মাধ্যমে ২নং আসামীকে ব্যাংকে ডেকে আনেন। উক্ত ২নং আসামী লিখিতভাবে জানান যে, তিনি ড্রাফট সমুহ ১নং আসামীকে নগদায়নের জন্য প্রদান করেন এবং ড্রাফটগুলোর বিপরীতে ১নং আসামী হতে নগদ ৭,০০,০০০/- টাকা প্রাপ্ত হয়েছেন। আসামীগণ পারস্পরিক যোগসাজসে জাল ও ভুয়া ড্রাফট উপস্থাপন পূর্বক উক্ত ২৮টি ড্রাফট এর বিপরীতে ১নং আসামী ১৩,৫৮,৭০০/- টাকা উত্তোলন করেছেন এবং অবশিষ্ট ৬,১৩,৩০০/-টাকাসহ ৬,১৩,৩৩০/-টাকা ১নং আসামীর পরিচালিত হিসাবে জমা থাকে এবং বিগত ইংরেজী ১৪.১১.২০০৫ তারিখে ১নং আসামী ১৭,৭০০/- টাকা এবং ২নং আসামী ২০,০০০/- টাকা ফেরত দেয় এবং অবশিষ্ট ১৩,২১,০০০/- টাকা ফেরত দেওয়ার মৌখিক অঙ্গীকার করে ফেরত প্রদান করেন নাই। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে খসড়া মানচিত্র অংকন করে সুচী প্রস্তুত করেন এবং আলাত জব্দ করে আলামতের ছায়লিপি ডকেটে সংযুক্ত করে মুল আলামত স্ব স্ব ব্যাংকে কর্মকর্তার জিম্মায় জমা প্রদান করেন। বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ অন্তে তাদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারামতে লিপিবদ্ধ করেন এবং জব্দকৃত আলামত পর্যালোচনায় আসামী ইকরাম আবেদীন চৌধুরী ও জালাল উদ্দিনের স্ব স্ব লিখিত বক্তব্যে আসামী কামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে ড্রাফট জালিয়াতির

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সংশ্লিষ্টা প্রমানিত না হওয়ায় তাকে তাকে মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের প্রার্থনা জানায় এবং আসামী ইকরাম আবেদীন চৌধুরী ও জালাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র নং ১০ তারিখ ১৮.০১.২০০৬ ধারা ৪৬৭/৪৬৮/৪০৬/৪২০/৩৪ দন্ডবিধি দাখিল করেন।

বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আসামী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী এবং মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়ে দন্ডবিধির ৪৬৮/৪৭১ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। গঠিত অভিযোগ আসামীদেরকে পড়ে শুনানো হলে তারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে এবং বিচার প্রার্থনা করে।

রাষ্ট্রপক্ষ অত্র মোকদ্দমাটি প্রমানের নিমিত্তে ৮জন সাক্ষীর সাক্ষ্য উপস্থাপন করে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য সমাপান্তে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্ত আসামীদের ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করলে তারা পুনরায় নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে এবং কোন সাফাই সাক্ষী দিবে না মর্মে জানায়।

জনাব মোঃ শাহজাহান কবির, মুখ্য মহানগর হাকিম, চট্টগ্রাম শুনানী অন্তে আসামী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী কে দন্ডবিধি ৪৬৮/৪৭১ ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে দন্ডবিধি ৪৬৮ ধারায় ৭(সাত) বছর কারাদন্ড এবং ১০,০০০/-টাকা অর্থদন্ড এবং দন্ডবিধি ৪৭১ ধারায় ২(দুই) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। উল্লেখিত অর্থদন্ড সমূহের অনাদায়ে আরো ১ (এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। অপর আসামী মোহাম্মদ জালাল উদ্দিনকে দন্ডবিধির ৪৬৮/১০৯ ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে ৭(সাত) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/- টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ১(এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী ফৌজদারী আপীল নং- ০১/২০১৬(নতুন)/৪২২/২০১৫(পুরাতন) দাখিল করলে বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ এবং বিশেষ দায়রা জজ, চট্টগ্রাম বিগত ইংরেজী ০৮.০২.২০১৭ তারিখে শুনানী অন্তে নামঞ্জুর করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, ৩নং প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট হোসনে আরা বেগম এবং রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল ও বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ফৌরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট, ৩নং প্রতিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এবং রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মুখ্য মহানগর হাকিম চট্টগ্রাম কর্তৃক জি,আর মামলা নং ৮৫১/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৯.০৮.২০১৫ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

"Prosecution case: The portrayel of the prosecution case as depicted in the testimonies of the witness in succinet is that the accused Mohammad Ikram Abedin Chowdhury opened a Savings Account No. 8497 on 09.07.2001 in the Sonali Bank, Court Hill Branch, Chittagong and deposited 29 drafts in his account lying with this bank within 12.09.2005 to 09.11.2005 issued by Oman international Exchange LIC. These drafts were collected through Sonali Bank, K.C. Dey Branch and Tk. 19,75,000/- against 28 out of 29 drafts was deposited in the Savings Account of the accused Mohammad Ikram Abedin Chowdhury. The accused Mohammad Ikram Abedin Chowdhury withdraw Tk. 13,58,700/- from his account vide 7 cheques on different occasions. The outstanding balace of the account was Tk. 6,16,330/- Sonali Bank, K.C. Dey Branch informed Sonali Bank, Court Hill Branch in writing on 10.11.2005 that those drafts are forged and they also advised them to stop payment. Thereafter, Sonali Bank, Court Hill Branch made contact with Mohammad Ikram Abedin Chowdhury and he came to that branch on 13.11.2005. They took the accused to D.G.M. Sonali Bank, K.C. Dey branch on the same day and the accused admitted to the D.G.M. that the accused Jalal Uddin provided those drafts to him and he handed over money to Jalal Uddin withdrawing from his account. Mohammad Ikram Abedin Chowdhury brought Jalal Uddin before D.G.M. K.C Dey Branch on 14.11.2005 wherein Jalal Uddin admitted the fact of supplying those drafts to Mohammad Ikram Abedin Chowdhury and he also admitted that he received Tk. 7.00 lakhs there from. Both the accused gave their admission in writing and both endorsed each other's statement. Mohammad Ikram Abedin Chowdhury deposited Tk. 17,700/- and Jalal Uddin deposited Tk. 20,000/- in the saving Account No. 8497 forthwith on 14.11.2005. The outstanding balance now stands Tk. 6,54,030/- The accused agreed to return the money but they did not return the same within 15.11.2005. Therefore, Monir Ahmed manager of the Sonali Bank Court Hill Branch filed this case.

Having first information report, S.I. A.B. Siddiqur filed in the FIR form and officer in charge of the police station entrusted S.I. Tanvir Ahmed as investigating officer of this case.

Being entrusted with the charge of investigation S.I.

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

Tanvir Ahmed visited the place of occurrence, prepared the sketch map with index of the place of occurrence, recorded the statements of the witnesses under section 161 of the Code of Criminal, seized the alamots and eventually submitted the charge sheet being No. 10 dated 18.01.2006 observing all formalities duly against the accused persons under section 467/468/406/420/34 of the Penal Code, 1860.

Charge is framed against the accused persons under section 468/471 of the Penal Code. Charge is read over and explained to the accused persons and they demanded trial pleading innocence.

During trial, the prosecution examined in all 8 witnesses to bring home the charge labeled against the accused persons. After closure of the evidence from the side of prosecution, the accused are examined under section 342 of the Code of Criminal Procedure. The pleaded innocence once again and declined to adduce any defence witness.

Defence case:

The defence case as it appears from the trend of the cross examination of the prosecution witnesses and also from the examination of the accused persons under section 342 of the Code of Criminal Procedure that the accused persons are innocent and the some of the bank employees have collusively implicated them just to grab the money.

Points for determination.

1. *Whether the accused persons are liable to be convicted for the change brought them.*

Findings and Decision.

Point No.1. It has already been noticed that the prosecution side has examined 8 witnesses. The testimonies of those prosecution witnesses are inserted in the following.

P.W.1 Monir Ahmed Manager of the Sonali Bank, Court Hill Branch, Chittagong is the informant of this case. He has stated that the accused Mohammad Ikram Abedin Chowdhury opened a savings Account No. 8497 on 09.07.2001 with their branch and deposited 29 drafts in his account within 12.09.2005 to 09.11.2005 issued by Oman international Exchange LLC. These drafts where collected through Sonali Bank, K.C. Dey Branch. Tk. 19,75,000/- against 28 out of 29 drafts was deposited in the savings account of the accused

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Mohammad Ikram Abedin Chowdhury. The accused Mohammad Ikram Abedin Chowdhury withdraw Tk. 13,58,700/- from his account vide 7 cheques on different occations. The outstanding balance of the account was Tk. 6,16,330/-. Sonali Bank K.C. Dey Branch informed them in writing on 10.11.2005 that those drafts are forged and they also advised them to stop payment. Thereafter, they made contact with Mohammad Ikram Abedin Chowdhury and he come to their branch on 13.11.2005. They took the accused to D.G.M. Sonali Bank K.C. Dy Branch on the same day and the accused admitted to the D.G.M. that the accused Jalal Uddin provided those drafts to him and he handed over money to Jalal Uddin withdrawing from his account Mohammad Ikram Abedin Chowdhury brought Jalal Uddin before D.G.M. K.C. Dey Branch on 14.11.2005 wherein Jalal Uddin admitted the fact of supplying those drafts to Mohammad Ikram Abedin Chowdhury and he also admitted that he received Tk. 7.00 lakhs there from. Both the accused gave their admission in writing and both endorsed each other's statement. Mohammad Ikram Abedin Chowdhury deposited Tk. 17,700/- and Jalal Uddin deposited Tk. 20,000/- in the saving Account No. 8497 forthwith on 14.11.2005. The outstanding balance now stands Tk. 6,54,030/-. The accused agreed to return the money but they did not return the same within 15.11.2005. Therefore, he filed this case. He has proved the ejahar Ext-1 and his signature thereon Exh. 1(1). He has added that police seized the documents and prepared the seizure list wherein he signed. He has proved the seizure list Ext.-2 and his signature thereon Exh-2(1). He has identified the account opening from Material exh-1, specimen signature of Mohammad Ikram Abedin Chowdhury Material Exh-2, Cheque No. 0316235, 0316237, 0316238, 0316239, 0316239, 0316240, 4068362 Material Exh 3(1) to 3(6), statement of the account from 09.07.2001 to 14.11.2005 Material exh-4(1), admission of Mohammad Ikram Abedin Chowdhury and Jalal Uddin 7 pages Material Exh5(1) to 5(7), Zimmanama Exh-3 and his signature thereon Exh-3(1), A cheque No. 4068361 dated 06.11.2005 Mark-A. *In the cross, he has stated that 28 out of 29 drafts are forged and one draft was returned. He has denied the suggestion that he had knowledge about the drafts dated*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

16.10.2005. He has admitted that he cannot say who forged the drafts and where. He has further denied the suggestion that the accused Mohammad Ikram Abedin Chowdhury did not admit his guilt voluntarily rather the admission has been extracted by beating. He has added that the accused Md. Jalal Uddin has admitted that he supplied those drafts to Mohammad Ikram Abedin Chowdhury. He has denied the suggestion that they prosecuted the accused Md. Jalal Uddin detaining him for 48 hours and procured his signature. The accused Md. Jalal Uddin had no his name and signature in those drafts and he did not also withdraw any money. He has added that the accused Mohammad Ikram Abedin Chowdhury deposited first draft and he cannot say who deposited the remaining drafts. Then he says that Mohammad Ikram Abedin Chowdhury deposited drafts on 12.09.2005 and 25.10.2005. Lastly he has denied the suggestion that the accused Md. Jalal Uddin did not deposit Tk. 20,000/-.

P.W. 2 Ashrukona Dastidor Senior Officer, Sonali Bank, K.C. Dey Road Branch, has stated that the incident took place between 13.09.2005 to 09.11.2005 she has deposited 28 drafts Exh-4(1)-4(28). She has her signatures in those drafts as passing officer. She has identified her signatures in those drafts Exh-4(1)-(1)-4(2)(28). She has added that police seized those drafts on 09.01.2006. She has proved the seizure list Exh-5 and her signature thereon Exh-5(1). She took custody of the seized drafts. She has proved the zimmanama Exh-6 and her signature thereon Exh-6(1). She has identified those drafts. She has submitted the letter issued by Oman Internationl Exchange LLC. Exh7 she has added that D.G.M. Md. Abu Zumar signed in the letter issued by Oman International Exchange LLC. As receiver officer. She knows his signature as she worked with him. She has proved the signature of D.G.M. Md. Abu Zumar Exh-7(1). She has further proved the letter bearing Memo No. FRMD/DA/O-4/69 dated 16.10.2005 issued by Sonali Bank Exh-8 and her signature thereon Exh-8(1). She has denied the suggestion that they have tried with one accord to grab money by depositing those drafts in the account of the accused Mohammad Ikram Abedin Chowdhury.

P.W. 3 Bipur Chandra Mitra has stated that 29 drafts issued by Oman Internationl Exchange Company which were deposited in their bank from 12.09.2005. They sent those drafts

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

to K.C Dey Road Corporate Branch. Those cheques were collected and the money was deposited in the savings Account No. 8497. Mohammad Ikram Abedin Chowdhury did withdraw Tk. 13,58,000/- out of 19,75,000/-. These drafts are forged. He has identified the signature of their bank manager in those drafts Exh-4(1)2 to 4(28) (2).

In the cross, he has stated that he does not know who made forgery of these drafts and where.

P.W. 4 Abdur Rahman is the senior officer of the Sonali Bank Court Hill Branch, Chittagong. He has stated that the accused Mohammad Ikram Abedin Chowdhury deposited 29 drafts issued by Oman International Exchange in his savings Account No.8497 and totaling Tk. 19,75,000/- was deposited in his account through clearing. The accused Mohammad Ikram Abedin Chowdhury withdraw Tk. 13,58,700/- from his account. He passed the cheques. He has identified his signatures in the cheques Mark-3-3(1)-3(6). He has proved his signature in the seizure list Exh-2(2). He has added that Mohammad Ikram Abedin Chowdhury disclosed that he received those drafts from Md. Jalal Uddin. He has further added that both of the accused promised to return the money and they also deposited Tk. 37,000/- towards payment.

In the cross, he has stated that he is not supposed to know made the forgery. When and where. He has admitted that Md. Jalal Uddin had no transaction and their bank. The accused did not promise to return the money in his presence. He has denied the suggestion that Md. Jalal Uddin did not deposit any money.

P.W.-5 Khorshed Anwar is an employee of the Sonali Bank K.C. Dey Road Corporate Branch. He has added that 29 drafts were sent by Sonali Bank, Court Hill Branch to their branch for collection. They paid against 28 drafts and one draft was returned due to some errors. Thereafter, they came to know from their head office, Dhaka that those drafts are forged. Manager of the Court Hill Branch called for the account holder and he admitted the fact of forgery.

In the cross, he has admitted that the accused Md. Jalal Uddin did not give any admission in his presence and the submitted drafts were not issued and deposited in the name of Md. Jalal Uddin. He has added that they received the letter

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

from head office as to forged drafts on 09.11.2005. He has denied the suggestion that these drafts are not forged.

P.W. 6 Tushar Kanti Chowdhury A.G.M. Sonali Bank, K.C, Dey Road Branch has stated that Sonali Bank, head office informed them that those drafts are forged. Investigating officer seized all those drafts including other papers and the signed in the seizure list. He has proved his signature in the seizure list Exh-5(2).

In the cross, he has denied the suggestion that some bank employees in collusive with accused No.2 deposited those cheques in the account of accused No.1.

P.W. 7 Abu Bakar Siddique filed in the FIR form. He has proved the FIR form Exh-9 and his signature thereon Exh-9(1).

In the cross, he has denied the suggestion that the informant lodged the FIR producing the accused No.1 and 2 before him.

P.W. 8 Tanvir Ahmed is the investigating officer of this case. He has stated that he visited the place of occurrence, prepared the sketch map and index and recorded the statements of the witnesses. He has proved the sketch map Exh-10, his signature thereon Exh-10(1) and index Exh-11 and his signature thereon Exh-11(1). He seized the bank drafts and other papers and prepared the seizure list. He has proved his signature in the seizure list Exh-2(3). He has also proved his signature in the seizure list dated 09.01.2006 Exh 5(3). He completed the investigation and eventually submitted the charge sheet being No. 10 dated 18.01.2006 observing all formalities duly against the accused persons under section 467/468/406/420/34 of the Penal Code, 1860 having prima facie cause.

In the cross, he has denied the suggestion that the accused told him that he did not know anything and the accused Mohammad Ikram Abedin Chowdhury called the accused Md. Jalal Uddin following previous enmity and detained him in the bank for 48 hours. He has admitted that he could not find out how and where the accused Md. Jalal Uddin forged these drafts. He has also admitted that the accused Md. Jalal is not involved in depositing those drafts in the bank and withdrawal of money as well. He did not go to Oman International LLC. He

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

has denied the suggestion that the accused No.1 and accused No.2 belong to the same village and accused No.2 knew the account number of accused No.1 and accused No.2 deposited those drafts in the account of accused No.1. Finally he denied the suggestion that he did not investigate this case properly.

This is all about the oral and documentary evidence propounded by the prosecution side to vindicate the charge brought against the accused persons. It appears from the testimonies of the witnesses including P.W.s the investigating officer that there is no ocular witness as to the forgery of the alleged drafts. Even no witness know a about the exact time and place of the alleged forgery.

The record transpires that the alleged forged 28 drafts have been exhibited under exhibit 4 series. It is evident on those drafts that those have been issued by OMAN INTERNATIONAL EXCHANGE, LLC SALAH BRANCH SULTANATE OF OMAN dated 05.10.2005 and 16.10.2005 respectively in the name of Ekramul Abedin Chowdhury the accused No. 1. The OIE number of these drafts are 50418893, 50418894, 50418895 dated 05.10.2005 respectively, and 504202217 to 504202224 dated 16.10.2005 and 50420225, 50420227 to 50420240 dated 16.10.2005 respectively and 50418281, 50418282 dated 10.09.2005 respectively. Oman International Exchange LLC vide its letter bearing Memo No. OIC/MCT/SB/DD/591 dated 09.11.2005 under Exhibit-7 informed the Manager, Sonali Bank, K.C. Dey Road Branch, Chittagong. Bangladesh that the DD No. 50420217 to 5042240 are all forged. It is also evident that Oman International Exchange LLC. Did not mention bearing Nos. 50418893 to 50418895 dated 05.10.2005 respectively and 50418281 to 50418282 dated 10.09.2005 in their letter but they have categorically mentioned in the above letter that the drafts starting with prefix No. 504 are all forged. It is lucid that the drafts Nos. 50418893 to 50418895 and 50418281 to 50418282 are all started with the prefix No. 504.

The accused have tried to claim that Oman International Exchange LL,C did not certify that the first five drafts mentioned in the first information report are not forged. P.W. 1 Monir Ahmed has also admitted in his cross examination that Oman International Exchange LL,C did not mention in their letter that the drafts viz 50418281-82, 50418893-95 are forged.

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

The letter issued by Oman International Exchange L.L.C. under Exh-7(1) makes it clear that the it does not mention the full number of the drafts viz 50418281-82 and 50418893-95 in their letter but they have asserted with certainly that the drafts started with prefix No. 504 are all forge. Basing on their letter, it is held that the first five drafts drafts mentioned in the first information report are also forged. The accused also did not claim strongly that these seized drafts are not forged.

It is evident on the face of these drafts under Exh-4 series that these drafts have been issued in the name of Ekramul Abedin Chowdhury SB A/C No. 8497 Sonali Bank, Court Hill Branch. Chittagong. It is to be noted here that holder of the SB A/C. No. 8497 Sonali Bank, Court Hill Branch, Chittaong is no one but Mohammad Ekram Abedin Chowdhury accused the of this case. This is admitted. Over and above, the prosecution side has proved the same by adducing cogent documents namely-Account Opening Form under material Exh-1 cheques used by the accused Mohammad Ekram Abedin Chowdhury under material Exh-3 series and account statement under material Exh-4 series. Not only the name & A/C number of the accused Mohammad Ekram Abedin Chowdhury is present on the face of each drafts but the accused Mohammad Ekram Abedin Chowdhury has admitted the fact of forgery and he used this drafts, and withdraw money from this account. He has admitted his guilt in writing which has been produced before the Court Exh-5(1)-5(3). The written admission Mohammad Ekram Abedin Chowdhury is quoted below.

"আমার নাম মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী পিতা-মরহুম জয়নাল আবেদীন চৌধুরী সংকুচিয়ামোড়া,থানা-সন্দ্বীপ, জেলা-চট্টগ্রাম আমি একজন দলিল লিখক আমি দীর্ঘদিন যাবৎ দলিল লিখার কাজ করিয়া আসিতেছি এবং সময়ে সময়ে জমির ব্যবসা ও মিডিয়ার কাজ করি। এমতাবস্থায় ২০০১ সনে আমার ভেন্ডারীর লাইসেন্স এর প্রয়োজনে আমি সোনালী ব্যাংক কোর্ট হিল শাখায় একটি একাউন্ট করি। তৎমধ্যে আমার আত্মীয় আমার মাধ্যমে জমি খরিদ করার জন্য টাকা পাঠাইলে আমি জমি ক্রয় করি এবং আত্মীয় স্বজনের মুরুব্বী আনা করিয়া আসিতেছি। এমতাবস্থায়, জনাব জালাল উদ্দিন পিতামৃত সিরাজুল ইসলাম আমার পরিচিত হয়। আমি তাকে ২০০১ সন হইতে জানি এবং আমার একই লাইনে বসবাস করিতো এবং তাহার আত্মীয় স্বজন বাহিরে থাকে গত মাস দুই আগে সে আমাকে বলে সে জমির ব্যবসা করিবে। এই কারণে আমার উপরোক্ত সোনালী ব্যাংকের একাউন্ট নং নিয়া যায় এবং আমকে সে বিশ্বাস করে এই মর্মে বিদেশ হইতে আমার নামে এবং আমার একাউন্টে ওমান হইতে আমার একাউন্টে ড্রাপ আনয়ন করিয়া আমার মাধ্যমে টাকা জমা করে। আমি টাকা জমা হইলে সকল টাকা ওঠাইয়া

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

তাহাকে সাথে সাথে দিয়া থাকি এবং সে টাকা নিয়া যায় এবং সে এ টাকা দ্বারা জমি বায়না করে এবং ১৩/১১/০৫ ইং সনে সকাল অনুমান আমি বাকী বাদ টাকা জমার ব্যাপারে সোনালী ব্যাংক ব্যবস্থাপকের নিকট ফোন করিলে উনি আমাকে ব্যাংকের ড্রাপ এর কি যেন সমস্যা আছে এবং সন্ধা আমার সাথে হালিশহর দেখা হইলে আমাকে সোনালী ব্যাংকের ডিজিএম দেখা করার কথা জানাইলে আমি সাথে সাথে ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের .সাথে কে,সি দে রোডে চলে আসি এবং বিস্তারিতভাবে আলাপ আলোচনা মাধ্যমে জানিতে পারি উক্ত ড্রাপ ভুয়া তৎমতে আমি ব্যাংকের অফিসার বৃন্দের কাছে অনুরোধ করি যে আমাকে এই ড্রাপ দিয়াছে তাহাকে আমি ১৪/১১/০৫ ইং তারিখে তাহার বাকী টাকা তাহাকে দেওয়ার নাম করে ব্যাংকে হাজির করাইয়া আমার দেওয়া এবং ব্যাংকের টাকা তাহার নিকট হইতে উসুল করিয়া দিবো বলিয়া অংগীকার করি এবং সুবিধার্থে আমি সোনালী ব্যাংকে কেসিদিয়া রোডে ব্যাংকের শাখায় রাত্রী যাপন করি। আরও উল্লেখ্য উক্ত জালাল আহমদ উক্ত টাকা দ্বারা কামাল উদ্দিন পিতা আবদু ছোবহান হইতে জমি বায়না করিয়াছে। সে আমাকে বলিয়াছে টাকা উক্ত কামাল উদ্দিনকে দিয়াছে। এই জবানবন্দী আমার জ্ঞানমতে সত্য এবং এই জবানবন্দী আমার হাতের লিখাঃ''

His written admission under Exh-5 series clearly manifests that he got those drafts from the accused Md. Jalal Uddin. He also withdraw money from his account partially and handed over it to the accused Md. Jalal Uddin. Thereafter Mohammad Ikram Abedin Chowdhury deposited Tk. 17,700/- in his account and he admitted the same in writing under Exhibit-5(6).

The accused Mohammad Ikram Abedin Chowdhury has deposited Tk. 17,700/- instantly in his account towards adjustment of the amount withdrawn by him against the forged drafts. He has admitted this fact in writing under Exh-5(6) which is reproduced below: " আপনার উল্লেখিত কার্যালয়ে আমার নামে পরিচালিত বিভিন্ন সময়ে জাল ড্রাপ জমা এবং ড্রাপের মাধ্যমে জমা অর্থ হইতে আমি ১৩,৫৮,০০০/- টাকা উত্তোলন করি নীইয়াছি-এখানে উল্লেখিত টাকা অংশ বিশেষ ১৭,৭০০/- টাকা জমা করিতেছি বক্রী টাকা দ্রুত পরিশোধ করার অঙ্গীকার করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত

ইকরাম আবেদীন চৌধুরী

১৪/১১/২০০৫''

Preparing the forged drafts in the name of the Ekram Abedin Chowdhury with saving account number, deposition of those drafts in the SB A/C No. 8497, withdrawal of money there from and subsequent admission in writing and deposition of Tk. 17,700/- in this SB A/C clearly indicate nothing but involvement of the accused Mohammad Ekram Abedin Chowdhury in the commission of forgery of the drafts under Exh-4 series is opined.

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

It is also admitted by the accused Mohammad Ekram Abedin Chowdhury that he deposited five drafts in his account and his written admission under Exh-5 and Exh-5(6) prove that he used those drafts knowing the fact of forgery. The accused Mohammad Ekram Abedin Chowdhury has asserted that he got those drafts from the accused Md. Jalal Uddin and he also gave money to Md. Jalal Uddin.

The accused Md. Jalal Uddin has admitted in writing under Exh-5(4)-5(5) as to the fact of supplying those drafts to the accused Mohammad Ekram Abedin Chowdhury. The written admission of Md. Jalal Uddin is quoted below.

"আমি মোঃ জালাল উদ্দিন, পিতা-মৃত মোঃ সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম মাটিরাংগা, পোঃ মাটিরাংগা, জেলা খাগড়াছড়ি, বর্তমানে-হালিশহর বি ব্লক লেইন নং ৫১১/বাসা নং ২, হালিশহর, চট্টগ্রাম। আমি মোঃ জালাল উদ্দিন ওমান ইন্টারন্যাশনাল একচেঞ্জ ব্যাংক ওমান হইতে ইস্যুকৃত ২৯টি ড্রাফট ইকরাম আবেদীন চৌধুরী কে প্রদান করি। ড্রাফটগুলির মোট ২০,৭৫,০০০/- টাকার মধ্যে আমি নগদ ৭,০০,০০০/- সাত লক্ষ টাকা বুঝিয়া পাইয়াছি। একটি ড্রাফট ৭৫,০০০/- টাকা ফেরত পাই। ড্রাফটগুলি নং নীচে দেয়া গেল।

১। ৫০৪১৮২৮১-৮২ =২টি

২। ৫০৪১৮৮৯৩-৯৫ =৩টি

৩। ৫০৪২০২১৭-২২৪ =৮টি

৪। ৫০৪২০২২৫ =১টি

৫। ৫০৪২৮০২৭৭-২৩২ =৫টি

৬। ৫০৪২০২৩৩-২৪০ =৮টি

মোট = ২৮টি

আমি ইকরাম আবেদীন চৌধুরীকে ৩ বৎসর যাবৎ চিনি। ওনার পরিবারের সাথে ভাল সম্পর্ক আছে। ৪-৫ মাস আগে ওনার সাথে কুমিল্লার ২ জন লোক কথা বলে ওই লোকগুলি ওনার হিসাব নং চায় তখন ওনি আমার মাধ্যমে ওনার হিসাব নং আমাকে দেয় তখন কুল্লির ওই লোকদেরকে ওনার হিসাব নং দেই ড্রাফট এর বিপরীতে পাওয়া টাকা আমি ইকরাম আবেদিন চৌধুরীকে ফেরত দিব। দিয়াছে তাহা সত্য। আমি সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিস্কে বিনা প্ররোচনায় উক্ত ঘোষনা দিয়াছি-আমি কোন সত্য গোপন করি নাই। মিথ্যার আশ্রয় নিয় নাই। আমার ঘোষনা মিথ্যা প্রমানিত হইলে আমি দায়ী থাকিব।"

Moreover, he also admitted to writing that he received money from Mohammad Ikram Abedin Chowdhury against the proceeds of those forged drafts and he has also admitted in writing under Exh-5(7) that he deposited some money towards adjustment of the withdrawal money.

Quoted below:

"বরাবর ম্যানেজার সোনালী ব্যাংক কোর্ট হিল শাখা, চট্টগ্রাম

বিষয়ঃ সঞ্চয়ী হিসাব নং ৮৪৯৭ ড্রাপ এর বিপরীতে আংশিক টাকা পরিশোধ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

নিবেদন এই আপনার উল্লেখিত কার্যালয়ে ইকরাম আবেদীন চৌং নামে হিসাব হইতে উত্তোলন করি নীছি এখানে উল্লেখিত টকা অংশ বিশেষ টাকা জমা করিতেছি বক্রিয় টাকা দ্রুত পরিশোধ করার অঙ্গীকার করিতেছি।

মোঃ জালাল উদ্দিন

১৪/১১/০৫"

So, it is clear that the accused Md. Jalal Uddin is also involved in the commission of the offence of forgery of the drafts with the accused Mohammad Ikram Abedin Chowdhury as an associate. But it has not been proved that he used those drafts in the Bank.

In view of the above facts and circumstances, it is held that the prosecution has successfully proved the charge brought against the accused persons by adducing impregnable mass of evidence. Therefore the accused are liable to be convicted.

In fine, the points is decided in the affirmative.

It is, therefore.

Ordered.

That the accused namely Mohammad Ikram Abedin Chowdhury be convicted for the charge brought against him under sections 468/471 of the Penal Code on account of found him guilty and thereby he be sentenced for seven years imprisonment and fine for Tk. 10,000/- under section 468 and two years rigorous imprisonment and fine for Tk. 2,000/- under section 471 of the Penal Code.

In default to pay the aforesaid fines, he will have to suffer for one year simple imprisonemt more.

That the accused Md. Jalal Uddin be convicted for the charge brought against him under section 468/109 of the Penal Code on account of found him guilty and thereby he be sentenced for seven years rigorous imprisonment and fine for Tk. 10,000/-

In default to pay the aforesaid fine, he will have to suffer for one year simple imprisonment more.

Let the conviction warrant be issued at once.

Under trial custody of the convict accused be deducted from the total period of custody under section 35A of the Code of Criminal Procedure.

Both the sentence would run simultenously.

The period of sentence of the abscond convict accused Md. Jalal Uddin would be reckoned.

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

Either from the date of his arrest or his voluntary surrender whichever is earlier.

That the sareties be exempted form the liabilities of their bail bonds.

That the zimmadars be exempted from the liabilities of their bonds.

Dictated and corrected by me.

SD/Md. Shahjahan Kabir
19.08.15
(Md. Shahjahan Kabir)
Chief Metropolitan Magistrate
Chittagong."

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ এবং বিশেষ দায়রা জজ,চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল নং ০১/২০১৬(নতুন)/৪২২/২০১৫(পুরাতন)-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০২.২০১৭ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"অত্র ফৌজদারী আপীল মামলা বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চট্টগ্রাম এর জি.আর-৮৫১/০৫ নং মামলার বিগত ১৯/৮/১৫ইং তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে সাজাপ্রাপ্ত আসামী পক্ষে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০৮ ধারা মতে আনীত। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত তর্কিত রায়ে আপীলকারী আসামী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরীকে The Penal Code, 1860 এর ৪৬৮ ও ৪৭১ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করিয়া ৪৬৮ ধারায় ০৭ (সাত) বৎসরের কারাদন্ড ও ১০,০০০/= (দশহাজার) টাকা জরিমানা এবং ৪৭১ ধারায় ০২ (দুই) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও ২,০০০/= (দুই হাজার) টাকা জরিমানা সহ উল্লেখিত জরিমানাসমূহে অনাদায়ে আরো ০১ (এক) বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত করিলে উক্ত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে দন্ড প্রাপ্ত আসামী অত্র ফৌজদারী আপীল মামলা দায়ের করে।

মূল মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল নিম্নরূপ:

রেসপনডেন্ট অভিযোগকারী মনির আহমদ, ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক, কোর্ট হিল শাখা, চট্টগ্রাম বিগত ১৫/১১/০৫ইং তারিখ কোতোয়ালী থানায় আসামী ১। মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী, ২। মোহামম্মাদ জালাল উদ্দিন ও ৩। মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, এর বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করেন যে, আসামী মোহাম্মাদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী সোনালী ব্যাংক, কোর্ট হিল শাখা, চট্টগ্রামে তাহার নামীয় ৮৪৯৭ নং সঞ্চয়ী হিসাব ১২/৯/০৫ইং তারিখ হইতে ০৯/১১/০৫ইং তারিখের মধ্যে এজাহারের তফসিলে বর্নিত ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ কর্তৃক ইস্যুকৃত মোট ২৯টি ড্রাফট যাহাদের নম্বর ৫০৪১৮২৮১, তাং ১০/৯/০৫ইং, টাকা-৫০,০০০/=, নং ৫০৪১৮২৮২, তাং ১০/৯/০৫ইং, টাকা-৫০,০০০/=, নং ৫০৪১৮৮৯৩, তাং ০৫/১০/০৫ইং, টাকা- ৫০,০০০/=, নং ৫০৪১৮৮৯৪, তাং ০৫/১০/০৫ইং, টাকা-৫০,০০০/=, নং ৫০৪১৮৮৯৫, তাং ০৫/১০/০৫ইং, টাকা-৫০,০০০/=, নং ৫০৪২০২২১৭, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২১৮, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা- ৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২১৯, তাং

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২০, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২১, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২২, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২৩, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২৪, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২৫, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২৭, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২৮, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২৯, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২৩০, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩১, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা- ৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩২, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৩, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৩, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৪, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৫, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৬, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৭, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৮, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৯, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা- ৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৪০, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, জমা করেনে। উক্ত ড্রাফটগুলির টাকা সংগ্রহের জন্য পরিশোধকারী সোনালী ব্যাংক, কেসিদে রোড কর্পোরেট শাখায় প্রেরন করা হইলে ২৮টি ড্রাফট এর মূল্য বাবদ ১৯,৭৫,০০০/= টাকা আপীল্যান্ট আসামীর উক্ত হিসাবে জমা হয় এবং অপর একটি ড্রাফট ত্রুটি থাকায় তাহা ফেরত দেওয়া হয়। ১ নং আসামী তাহার হিসাবে ২টি ড্রাফটের বিপরীতে জমাকৃত ১৯,৭৫,০০০/= টাকার মধ্যে ১৩,৫৮,৭০০/= টাকা চেকের মাধ্যমে তুলিয়া নেয় এবং অবশিষ্ট টাকা তাহার হিসাবে জমা থাকে। ইতোমধ্যে ওমান ইন্টারন্যাশনাল একচেঞ্জ তাহাদের ২৭/১০/০৫ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে এজাহারের তফসিলে বর্ণিত ড্রাফট সহ আরো কিছু ড্রাফট জাল হওয়ার বিষয়ে অভিযোগকারী ব্যাংককে অবহিত করে। ওমান ইন্টারন্যাশনাল একচেঞ্জ হইতে উক্ত পত্র সোনালী ব্যাংক, কেসিদে রোড কর্পোরেট শাখায় পাওয়ার পূর্বেই বর্নিত ড্রাফটগুলির টাকা ১ নং আসামীর হিসাবে জমা হয় এবং ১ নং আসামীর চেকের বিপরীতে উক্ত তারিখের পূর্বে ১৩,৫৮,৭০০/= টাকা উঠাইয়া নেয়। উক্ত টাকার মধ্যে চেক নং ০৩১৬২৪০, তাং ৩০/১০/০৫ এর বিপরীতে ০২ লক্ষ টাকা আসামী মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন উত্তোলন করে। বর্নিত ড্রাফট সমূহ জাল ও ভূয়া হওয়ার বিষয়ে ১ নং আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদে আসামী জানায় যে, ২ নং আসামী মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন উক্ত ড্রাফটগুলি নগদায়নের জন্য তাহাকে দিয়াছে। ২ নং আসামী লিখিতভাবে জানায় যে, তিনি ড্রাফট সমূহ নগদায়নের জন্য ১ নং আসামীকে দিয়াছেন এবং ১ নং আসামী হইতে ০৭ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। পরবর্তীতে উক্ত ২৮টি ড্রাফটের বিপরীতে উত্তোলিত ১৩,৫৮,৭০০/- টাকার মধ্যে আসামীগন ৩৭,৭০০/= টাকা ফেরত ব্যাংকে ফেরত প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ১৩,২১,০০০/= টাকা আত্মসাৎ করে।

উক্তরূপ এজাহারের প্রেক্ষিতে কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আসামীদের বিরুদ্ধে The Penal Code, 1860 এর ৪০৬/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৩৪ ধারায় মামলা রুজু করেন এবং তদন্তক্রমে আসামী ১) মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী ও ২) মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন এর বিরুদ্ধে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা থাকায় The Penal Code, 1860 এর ৪০৬/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৩৪ ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন এবং আসামী মোঃ কামাল উদ্দিনকে মামলার অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদানের প্রার্থনা করেন।

তৎপর মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত আসামী ১) মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী ও ২) মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে গ্রহন করতঃ The Penal Code, 1860 এর ৪৬৮/৪৭১ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। গঠিত অভিযোগ আসামীদেরকে পাঠ করিয়া শুনানো হইলে তাহারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে এবং বিচার প্রার্থনা করে।

প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীর আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমানার্থে মোট ০৮ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে। আসামীপক্ষ উক্ত সাক্ষীদেরকে জেরা করে। প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য সমাপ্তির পর আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। আসামীগন পুনরায় নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে এবং কোন সাফাই সাক্ষী দিবে না মর্মে জানায়।

অতঃপর বিজ্ঞ নিম্ন আদালত রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য, দাখিলি কাগজপত্র ও নথির সার্বিক পর্যালোচনায় বিগত ১৯/৮/১৫ইং তারিখের রায় ও আদেশে আপীল্যান্ট-আসামী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরীকে The Penal Code, 1860 এর ৪৬৮ও ৪৭১ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করিয়া ৪৬৮ ধারায় ০৭ (সাত) বৎসরের কারাদন্ড ও ১০,০০০/= (দশহাজার) টাকা জরিমানা এবং ৪৭১ ধারায় ০২ (দুই) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা জরিমানা সহ উল্লেখিত জরিমানাসমূহে অনাদায়ে আরো ০১ (এক) বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। উক্ত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হইয়া সাজা প্রাপ্ত আপীল্যান্ট-আসামী অত্র ফৌজদারী আপীল মামলা দায়ের করে।

বিচার্য বিষয়

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদও বিগত ১৯/৮/১৫ইং তারিখের রায় ও দন্ডাদেশটি আইনানুগ ও বহালযোগ্য কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ-

আপীলকারী-আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী শুনানিকালে নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের তর্কিত রায় ও আদেশ মনগড়া, ভিত্তিহীন বাস্তব অবস্থা ও সাক্ষ্য সাবুদের পরিপন্থি। সাক্ষীদের সাক্ষ্য সহ দাখিলি কাগজাদির দ্বারা আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমানিত না হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞ নিম্ন আদালত শুধুমাত্র মৌখিক সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আসামীকে The Penal Code, 1860 এর ৪৬৮/৪৭১ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করিয়া যে দন্ড প্রদান করিয়াছেন তাহা আইনসংগত নহে বিমায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ বাতিলযোগ্য।

অপরদিকে রেসপনডেন্ট পক্ষে বিজ্ঞ কৌশুলী নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য প্রমানাদি সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষন পূর্বক

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আসামীকে সাজা প্রদান করিয়াছেন বিধায় উক্ত রায় ও দন্ডাদেদেশ হস্তক্ষেপ করা কোন কারণ নাই।

আপীলের মেমো, বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের রায় ও রাষ্টপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য, দাখিলি কাগজাদি সহ নথি দেখিলাম এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর যুক্তিতর্ক পর্যালোচনা করিলাম। নর্থি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রসিকিউিশন আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমানের নিমিত্তে মোট ০৮ সাক্ষী আদালতে উপস্থাপন করে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা অভিযোগ প্রমানিত হইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনার জন্য নিম্নে সাক্ষ্য পর্যালোচনা করা হইল।

পি,ডব্লিউ-১ এজাহারকারী মনি আহমদ তাহার জবানবন্দিতে বলেন আসামী মোঃ ইকরাম আবেদনীন চৌধুরী তাহাদের ব্যাংকে ৮৪৯৭ নং সঞ্চয়ী হিসাব খুলিয়া ১২/৯/০৫ ইং হইতে ০৯.১১/০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ এর ২৯টি ড্রাফট জমা করেন। ২৯টির মধ্যে ২৮টির ১৯,৭৫,০০০/-টাকা উক্ত হিসাবে জমা হয়। একটি ড্রাফট তারিখ না থাকায় ফেরত দেওয়া হয়। হিসাব গ্রহীতা হিসাব থেকে বিভিন্ন তারিখে ৭টি চেকের মাধ্যমে ১৩,৫৮,৭০০/- টাকা উত্তোলন করেন। ৬,১৬,৩৩০/- টাকা হিসাবে জমা থাকে। ১০/১১/০৫ ইং তারিখ কেসিদে রোড শাখা তাহাদেরকে পত্র মারফত লিখিতভাবে জানায় যে, উক্ত ড্রাফটগুলি জাল, পেমেন্ট বন্ধ করার পরামর্শ দেয়। আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলে আসামী জানায় যে, ড্রাফটগুলি তাহাকে আসামী জালাল উদ্দিন দিয়াছেন এবং টাকা উত্তোলন করিয়া জালাল উদ্দিনকে দেওয়া হইয়াছে। আসামী জালাল উদ্দিন ড্রাফট প্রদান কথা স্বীকার করে। জালাল উদ্দিন জানায় যে তিনি ৭ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। উভয় আসামী লিখিত বক্তব্য দেয়। ১৪/৭/০৫ইং ইকরাম আবেদীন চৌধুরী ১৭,৭০০/- টাকা এবং জালাল উদ্দিন ২০,০০০/- টাকা তাৎক্ষনিকভাবে ৮৪৯৭ নং হিসাবে জমা দেয়। বাকী টাকা তাহারা ফেরৎ না দেওয়ায় তিনি মামলা করেন। সাক্ষী তাহার দায়েরী এজাহার প্রদঃ ১ এবং সেখানে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ১/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

জেরায় সাক্ষী বলেন, সোনালী ব্যাংক কেসিদে রোড শাখার পত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, ড্রাফটগুলো জাল। ১০/১১/০৫ইং কেসিদে রোড শাখা এ মর্মে তাহাকে চিঠি দেয়। তিনি উক্ত চিঠি আদালতে দাখিল করেন। ঐ চিঠিতে বলা হইয়াছে ড্রাফটগুলি জাল। ঐ চিঠি ১০/১১/০৫ইং তারিখ কেসিদে রোড শাখা প্রাপ্ত হয়। তাহার পূর্বেই তাহাদের কথিত ড্রাফটগুলো পেমেন্ট হইয়া গিয়াছিল। কথিত ড্রাফটগুলো কে কোথায় কিভাবে জাল করিয়াছে বলিতে পারিবেন না। ২ নং আসামী স্বীকার করিয়াছে যে, ড্রাফটগুলো সে ১ নং আসামীকে দিয়াছে। আসামী ইকরাম প্রথম ৫টি ড্রাফট জমা করিয়াছে এবং বাকীগুলো সে জমা করিয়াছে কিনা জানেন না। ১ নং আসামী ১৩/১১/০৫ইং তাহার স্বীকারোক্তি দিয়াছে। ১নং আসামীর স্বীকারোক্তিতে ২ নং আসামী জালাল উদ্দিন এর সই নেওয়া আছে।

পি,ডব্লিউ-২ অশ্রুকনা দস্তিদার তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ঘটনার তারিখ ১৩/৯/০৫ ইং থেকে ০৯/১১/০৫ইং পর্যন্ত। উক্ত সময়ে তাহাদের ব্যাংকে বিভিন্ন তারিখে মোট ২৮টি ড্রাফট যাহাদের নম্বর ৫০৪১৮২৮১, তাং ১০/৯/০৫ইং, টাকা-৫০,০০০/=, নং ৫০৪১৮২৮২, তাং ১০/৯/০৫ইং, টাকা-৫০,০০০/=, নং ৫০৪১৮৮৯৩, তাং ০৫/১০/০৫ইং, টাকা-৫০,০০০/=, নং

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৫০৪১৮৮৯৪, তাং ০৫/১০/০৫ইং, টাকা- ৫০,০০০/=, নং ৫০৪১৮৮৯৫, তাং ০৫/১০/০৫ইং, টাকা-৫০,০০০/=, ৫০৪২০২২১৭, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২১৮, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২১৯, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২০, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২১, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২২, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২৩, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা- ৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২৪, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২৫, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২৭, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২৮, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা- ৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২২৯, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, নং ৫০৪২০২২৩০, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩১, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩২, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৩, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৩, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৪, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৫, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৬, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৭, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৮, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৩৯, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা-৭৫,০০০/=, ৫০৪২০২২৪০, তাং ১৬/১০/০৫ইং, টাকা- ৭৫,০০০/= জমা হয়। উক্ত ড্রাফট সমূহ প্রদঃ ৪(১) হইতে ৪(২৮) হিসাবে চিহ্নিত হয়।। তিনি Passing Officer হিসাবে উক্ত ড্রাফটগুলিতে স্বাক্ষর করেন। সাক্ষী ড্রাফটগুলিতে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৪(১) (১) হইতে ৪(২৮) (২৮) হিসাবে চিহ্নিত করেন। পুলিশ ৯/১/০৬ ইং তারিখ ড্রাফটগুলি জব্দ করিয়াছে। তিনি উক্ত জব্দ তালিকা প্রদঃ ৫ এবং সেখানে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৫/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি ওমান ইন্টারন্যাশনাল একচেঞ্জ কর্তৃক ইস্যুকৃত পত্র প্রদঃ ৭ হিসাবে চিহ্নিত করেন। জেরায় সাক্ষী বলেন, ঢাকা হেড অফিস ১৬/১০/০৫ইং তারিখের চিঠির বিষয়বস্তু তাহদের নিকট ফোন, ফ্যাক্স বা অন্য কোনভাবে জানায়নি। প্রদঃ ৪ ছাড়াও ২৭/১০/১৫ইং তারিখ হেড অফিস তাহাদেরকে চিঠি পাঠায়। হেড অফিস নির্দেশ দিয়েছিল আসামীদের টাকা আদায়ের জন্য। শাখা অফিসে জমা ছাড়া এবং কর্পোরেট অফিস এর ক্লিয়ারেন্স ছাড়া পেমেন্ট দে না। আসামী ইকরাম আবেদীন জাল জালিয়াতি সম্পর্কে কিছু জানে না বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন মর্মে আসামীপক্ষের প্রদও সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। পি ডব্লিউ-৩ বিপুল চন্দ্র মিত্র তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ঘটনার তারিখ ১২/৯/০৫ হইতে ০৯/১১/০৫ইং পর্যন্ত। ঐ সময় তাহাদের ব্যাংকে ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ এর ২৯টি ড্রাফট জমা হয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ৮৪৯৭এ। তাহারা ক্লিয়ারেন্সের জন্য কেসিদে রোড কর্পোরেট শাখায় পাঠান। ক্লিয়ারেন্সের মাধ্যমে বর্নিত হিসাবে জমা হইয়াছে। মোঃ ইকরাম আবেদীন জমাকৃত ১৯,৭৫,০০০/= টাকার মধ্যে ১৩,৫৮,০০০/= টাকা উত্তোলন করে। এগুলো

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

জালিয়াতি ও ভূয়া হওয়ায় মামলা হইয়াছে। তিনি ঘটনা সংক্রান্তে আর কিছু জানেন না।

জেরায় সাক্ষী বলেন, ড্রাফটগুলি কে বা কাহারা কিভাবে জাল করিয়াছে তাহা জানেন না। ২৯টি ড্রাফটের মধ্যে ১টি ড্রাফট ত্রুটি থাকায় কেসিদে রোড শাখা ক্লিয়ারেন্স দেয় নাই।

পি,ডব্লিউ-৪ মোঃ আবদুর রহমান তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তাহাদের ব্যাংকে আসামী ইকরাম আবেদীন এর সঞ্চয়ী হিসাব নং ৮৪৯৭ তে ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ এর ২৯টি ড্রাফট জমা হয়। ১টি ড্রাফট ভুল হওয়ায় ফেরত দেওয়া হয়। বাকী ২৮টি ড্রাফট এর ১৯,৭৫,০০০/=টাকা তাহার হিসাবে জমা হয়। তিনি ১৩,৫৮,৭০০/= টাকা হিসাব থেকে উত্তোলন করেন। পরবর্তীতে কেসিদে রোড শাখা জানায় যে, ড্রাফটগুলি জাল ও ভূয়া। ইকরাম আবেদীন জানায় যে, ড্রাফটগুলি জালাল উদ্দিন তাহাকে দিয়াছে। পরে জালাল উদ্দিনকে ব্যাংকে ডাকা হয়। তাহারা উভয়ে বলে যে তাহারা টাকা ফেরত দিবে। এর পরে তাহারা লিখিত দেয়। তাহারা দুইজন ৩৭,৭০০/=টাকা জমা দিয়াছেন।

জেরায় সাক্ষী বলেন, আসামী ইকরাম আবেদীনের একাউন্ট আছে তাহাদের ব্যাংকে। তিনি একাউন্ট এর চেক পাশ করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। অসাামী ইকরাম এর হিসাবে ড্রাফট এর মাধ্যমে ১৯,৭৫,০০০/= টাকা জমা হইয়াছিল। তিনি বিভিন্ন তারিখে ১৩,৫৮,৭০০/= টাকা চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করেন। ইকরাম (অপাঠ্য) জমা দিয়াছে। ৩৭,৭০০/= টাকা ঐ হিসাবে জালাল উদ্দিনের নয়।

পি,ডব্লিউ-৫ খোরশেদ আনোয়ার, এস,পি,ও সোনালী ব্যাংক তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ঘটনার সময় তিনি সোনালী ব্যাংকের কেসিদে রোড শাখায় কর্মরত ছিলেন। সোনালী ব্যাংকের কোর্ট হিল শাখা থেকে ২৯টি ফরেন ড্রাফট তাহাদের শাখায় ক্লিয়ারেন্সের জন্য আসে। তাহারা ২৮টি পরিশোধ করেন। একটি ড্রাফটে ত্রুটি থাকায় পাশ না করিয়া ফেরত দেন। ঐ ২৮টি ড্রাফট মোট ১৯,৭৫,০০০/= টাকা বিভিন্ন তারিখে পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে প্রধান শাখা হইতে জানিতে পারেন ফরেন ড্রাফট জাল হইয়াছে। তখন তাহারা রেকর্ড চেক করিয়া মামলার ড্রাফট গুলির নম্বর প্রধান শাখায় প্রেরন করেন। প্রধান শাখা তাহাদেরকে জানায় যে, ড্রাফটগুলি জাল। তখন তাহারা খোঁজ নিয়ে দেখা যায় ড্রাফটগুলির টাকা কোর্ট হিল শাখায় জমা হইয়াছে। তখন তাহারা কোর্ট হিল শাখাকে ড্রাফটগুলির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিতে বলেন। কোর্ট হিল শাখার ম্যানেজার গ্রাহকদেরকে জিজ্ঞাসা করে। গ্রাহকরা স্বীকার করে। পরবর্তীতে ম্যানেজার এই মামলা করেন।

জেরায় সাক্ষী বলেন, তাহার উপস্থিতিতে আসামীরা কোন স্বীকারোক্তি দেয় নাই। প্রধান কার্যালয় থেকে জাল ডিডি সংক্রান্ত পত্র ৯/১১/০৫ ইং তারিখে তাহারা পান ৯/১১/০৫ইং তারিখের পূর্বেই এই জাল ডি.ডি সংক্রান্ত কোন পত্র তাহাদের প্রধান কার্যালয় বা ওমান ইন্টারন্যাশনাল থেকে পান নাই। ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার সময় ড্রাফটগুলি জাল কিনা তাহা জানিতেন না। ১৬/১০/০৫ এবং ২৭/১০/০৫ ইং তারিখের পত্রে ডি,ডি গুলি যে জাল তাহার উল্লেখ আছে। পত্র

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

গুলি পাওয়ার পর তাহারা ব্যবস্থা নিয়াছেন।

পি ডব্লিউ-৬ তুষার কান্তি চৌধুরী, এ,জি, এম, সোনালী ব্যাংক, কেসিদে রোড শাখা তাহার জবানবন্দিতে বলেন, গত ১৭/৪/০৩ইং তারিখ থেকে কেসিদে রোড শাখায় কর্মরত আছেন। ওমান ইন্টারন্যাশনাল একচেঞ্জ থেকে ২৮টি ডি,ডিতে ১৯,৭৫,০০০/= টাকা তাহাদের কোর্ট হিল শাখায় গ্রাহক একরাম আবেদীন চৌধুরীর নামে আসে। তাহারা কোর্ট হিল শাখার এসবি হিসাব নং ৮৪৯৭ এর বিপরীতে উক্ত টাকা জমা করেন। হেড অফিস থেকে জানানো হয় তর্কিত ডি,ডি জাল তখন তাহারা কোর্ট হিল শাখাকে কথিত ড্রাফট এর পেমেন্ট স্থগিত করিতে বলেন। ইতোমধ্যে কথিত হিসাবে গ্রাহক কোর্ট হিল শাখা থেকে ১৩ লক্ষ টাকা তুলিয়া নেয়। পরবর্তীতে ম্যানেজার আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

জেরায় সাক্ষী বলেন, কথিত ড্রাফট সোনালী ব্যাংক, কপোরেট শাখা থেকে ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার পর কোর্ট হিল শাখা পেমেন্ট দেয়। ১৬/১০/০৫ইং তারিখে হেড অফিস থেকে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে ড্রাফটগুলি জাল জানিতে পারেন কিনা স্মরন নাই।

পি ডব্লিউ -৭ এস,আই আবু বকর সিদ্দিক তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি গত ১৫/১১/০৫ইং কোতোয়ালী থানায় ডিউটি অফিসার হিসাবে কর্মরত থাকাকালে বাদীর টাইপকৃত অভিযোগ পাইয়া এফ, আই, অর ফরম পূরন ক্রমে অত্র মামলা রুজু করেন। সেই এফ, আই, আর ফরম প্রদঃ ৯ এবং সেখানে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৯/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

জেরায় সাক্ষী বলেন, ১৫/১১/০৫ইং রাত ২২.৪৫ ঘটিকায় মামলা রেকর্ড করেন। তখন কোন আসামীকে দেখেন নাই।

পি ডব্লিউ -৮ এস,আই, তানভীর আহমদ তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি অত্র মামলা তদন্ত করেন। তদন্তকালে মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র অংকন করেন ও সূচীপত্র প্রস্তুত করেন। সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ ক্রমে তাহাদের জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। আলামত জব্দ করেন। তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

জেরায় সাক্ষী বলেন, আসামী জালাল উদ্দিন এ মামলায় কথিত ড্রাফটগুলো কোথায় কিভাবে জালিয়াতি করিয়াছে সে মর্মে তথ্য তদন্তকালে উদঘাটন করিতে পারেন নাই। তর্কিত ড্রাফটগুলো ব্যাংকে জমা দান, টাকা উত্তোলন ও উক্ত ড্রাফটের কোন হিসাবে আসামী জালাল উদ্দিন জড়িত নয়। তর্কিত ড্রাফটগুলো কে জাল করিয়াছে তাহা অনুসন্ধানের জন্য তিনি ওমান ইন্টারন্যাশনাল এল,এল,সি অফিসে যান নাই। আসামী ইকরাম আবেদীন যেহেতু কথিত হিসাবের গ্রাহক এবং যেহেতু সে হিসাবে ড্রাফটগুলো জমা দিয়াছে সেহেতু ড্রাফটগুলো ইকরাম আবেদীনই জাল করিয়াছে বলিয়াছেন। ১ও ২ নং আসামীর হাতের লেখা দুইটি স্বীকারোক্তি মূলক তথ্য প্রদান পত্র জব্দ করিয়াছেন। আসামী জালাল উদ্দিনের স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ আছে যে, সে ওমান ইন্টারন্যাশনাল এর ২৯ টি ড্রাফট ইকরাম আবেদীনকে দিয়াছে। ৭৫,০০০/= টাকার ১টি ড্রাফট জালালকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে তাহা জালালের স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ আছে।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

তিনি তদন্তকালে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন না করিয়া চার্জশীট দিয়াছেন মর্মে আসামীপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন অস্বীকার করেন।

মূল মামলায় আপীল্যান্ট আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল আপীল্যান্ট আসামী অপর আসামীর সহিত যোগসাজসে সোনালী ব্যাংক, কোর্ট হিল শাখা, চট্টগ্রামে তাহার নামীয় ৮৪৯৭ নং সঞ্চয়ী হিসাব ১২/৯/০৫ইং তারিখ হইতে ০৯/১১/০৫ইং তারিখের মধ্যে এজাহারের তফসিলে বর্নিত ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ কর্তৃক ইস্যুকৃত মোট ২৯টি জাল ড্রাফট জমা করতঃ ২৮টি ড্রাফট এর মূল্য বাবদ জমাকৃত ১৯,৭৫,০০০/= টাকা হইতে ১৩,৫৮,৭০০/= টাকা চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করে। পরবর্তীতে ড্রাফটগুলি জাল হওয়ার বিষয় প্রকাশ পাইলে উক্ত ২৮টি ড্রাফটের বিপরীতে উত্তোলিত ১৩,৫৮,৭০০/= টাকার মধ্যে আসামীগন ৩৭,৭০০/= টাকা ব্যাংকে ফেরত প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ১৩,২১,০০০/= টাকা আত্মসাৎ করে। উক্ত অভিযোগের সমর্থনে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য সহ মূল মামলায় দাখিলি কাগজাদি পর্যালোচনা করিলাম। সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রসিকিউশন পক্ষ অভিযোগের সমর্থনে এজাহারকারী ও তদন্ত কর্মকর্তা সহ ০৮ জন সাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় পি ডব্লিউ -১, পি ডব্লিউ -২, পি ডব্লিউ -৩, পি ডব্লিউ -৪, পি ডব্লিউ- ৫. পি ডব্লিউ -৬ এজাহারের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা পি ডব্লিউ -৮ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় তিনি তদন্তকালে আপীল্যান্ট আসামী সহ অপর আসামীর হাতের লেখা দুইটি স্বীকারোক্তি মূলক তথ্য প্রদান পত্র জব্দ করিয়াছেন। আসামী জালাল উদ্দিনের স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ আছে যে, সে ওমান ইন্টারন্যাশনাল এর ২৯ টি ড্রাফট ইকরাম আবেদীনকে দিয়াছে। ৭৫,০০০/= টাকার ১টি ড্রাফট জালালকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে তাহা জালালের স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ আছে। আসামী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী কর্তৃক সোনালী ব্যাংক, কোর্ট হিল শাখা, চট্টগ্রামে তাহার নামীয় ৮৪৯৭ নং সঞ্চয়ী হিসাবে ১২/৯/০৫ইং তারিখ হইতে ০৯/১১/০৫ইং তারিখের মধ্যে এজাহারের তফসিলে বর্নিত ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ কর্তৃক ইস্যুকৃত মোট ২৯টি ড্রাফট জমা করার বিষয়টি সাক্ষী পি,ডবি-উ-২ এর সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয়। পরবর্তীতে তর্কিত ২৯টি ড্রাফট ক্লিয়ারেন্সের জন্য সোনালী ব্যাংক, কে,সি,দে রোড কর্পোরেট শাখায় প্রেরন এবং ক্লিয়ারেন্স এর পর সোনালী ব্যাংক, কোর্ট হিল শাখায় ২৮টি ড্রাফট এর বিপরীতে ১৯,৭৫,০০০/= টাকা জমা হওয়া এবং আসামী ইকরাম আবেদীন চৌধুরী কর্তৃক জমাকৃত টাকা হইতে ১৩,৫৮,০০০/= টাকা উত্তোলন করার বিষয়টি পি.ডবি-উ-৩, পি.ডবি-উ-৪, পি.ডবি-উ-৫ ও পি.ডবি-উ-৬ এর সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয়। মূল মামলায় প্রদঃ ৩ চিহ্নিত মতে দাখিলি সোনালী ব্যাংক কে সি দে রোড কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর বিগত ১০/১১/০৫ইং তারিখের এসবি/কেসিদেস/চট্ট/জিবি/ফরেন রেমিঃ৩৪০ নং সস্মারক পত্র হইতে দেখা যায় উক্ত পত্রের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক, কোর্ট হিল শাখা, চট্টগ্রামকে ফরেন ড্রাফট ক্লিয়ারিং এর মাধ্যমে জমাকৃত টাকা প্রদান বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পত্রে তর্কিত ২৮ টি ড্রাফট যেগুলি তাহাদের শাখা কর্তৃক ক্লিয়ারেন্স প্রদান করা হইয়াছে সেইগুলির টাকা প্রদান বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হইয়াছে। তর্কিত ড্রাফট সমূহের ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান ওমান ইন্টারন্যাশনাল একচেঞ্জ এলএলসি এর ৯/১১/০৫ইং তারিখের সস্মারক পত্র (প্রদঃ ৩) হইতে দেখা যায় তর্কিত ড্রাফট সমূহ জাল এবং উক্ত ড্রাফট এর টাকা পরিশোধ না করার জন্য সোনালী ব্যাংক কে সি দে রোড শাখা, চট্টগ্রাম এর ম্যানেজারকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে। মূল মামলায় প্রদঃ ৫/১ হইতে ৫/৭ চিহ্নিত মতে দাখিলি আপীল্যান্ট আসামী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী ও অপর আসামী মোঃ জালাল উদ্দিন এর স্বীকারোক্তি মূলক। লিখিত জবানবন্দি হইতে দেখা যায় আপীল্যান্ট আসামী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী তাহার জবানবন্দিতে জাল ড্রাফট সমূহ অপর আসামী মোঃ জামাল উদ্দিন তাহাকে দিয়াছে এবং তিনি উক্ত ড্রাফট সমূহের টাকা উত্তোলন করতঃ তাহাকে দিয়াছে মর্মে স্বীকার করে। অপর আসামী মোঃ জালাল উদ্দিনের স্বীকারোক্তি হইতে দেখা যায় তিনি তর্কিত ২৯ টি ড্রাফট আসামী ইকরাম আবেদীন চৌধুরীকে প্রদান করার এবং উক্ত ড্রাফটসমূহের বিপরীতে ২০,৭৫,০০০/= টাকার মধ্যে ০৭ লক্ষ টাকা আসামী ইকরাম আবেদীন চৌধুরীর নিকট হইতে গ্রহন করার কথা স্বীকার করিয়াছে। উপরন্তু উভয় আসামী জাল ড্রাফট বাবদ উত্তোলিত টাকা ব্যাংকে ফেরত দেওয়ার অংগীকার করিয়াছে এবং তদানুসারে পরবর্তীতে ৩৭,৭০০/= টাকা ব্যাংকে ফেরত প্রদান করিয়াছে। প্রদঃ ৫/১ হইতে ৫/৭ চিহ্নিত মতে দাখিলি আসামীদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি অনুসারে আসামী মোঃ জামাল উদ্দিন জাল ড্রাফটসমূহ আসামী ইকরাম আবেদীন চৌধুরীকে দিয়াছে এবং আসামী ইকরাম আবেদীন চৌধুরীর হিসাবে ড্রাফটের টাকা জমা হয়। ফলে তাহারা উভয়ে জাল ড্রাফট সৃজন হওয়ার বিষয়ে অবগত ছিল এবং লিখিত স্বীকারোক্তি অনুসারে উত্তোলিত টাকার অংশ বিশেষ ফেরতও দিয়াছে। এই সব বিষয় সহ সাক্ষ্য প্রমানাদি বিচার বিশ্লেষন ক্রমে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, উভয় আসামী পেনাল কোডের ৪৬৮ ও ৪৭১ ধারা মতে জাল জালিয়াতির ঘটনার সহিত জড়িত। পেনাল কোডের ৪৬৮ ও ৪৭১ ধারা নিম্নরূপঃ

Section 468: Forgery for purpose of cheating:- Whoever commits forgery, intending that the document forged shall be used for the purpose of cheating. Section 471: Using as genuine a forged document-Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any document which he knows or has reason to believe to be forged documents.

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত আসামী ইকরাম আবেদীন চৌধুরীকে জাল ড্রাফট সৃজন ও সঠিক হিসাবে ব্যবহার পূর্বক প্রতারনার মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করায় তাহাকে পেনাল কোডের ৪৬৮ ও ৪৭১ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করিয়া এবং আসামী জালাল উদ্দিন জালিয়াতির মাধ্যমে সৃজিত ড্রাফট ব্যবহার না করায় তাহাকে পেনাল কোডের ৪৬৮ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করিয়া যে দন্ড প্রদান করিয়াছেন তাহা আইনসংগত ও যুক্তিসংগত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ফলে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ বহাল থাকার যোগ্য এবং অত্র ফৌজদারী আপীল না মঞ্জুরযোগ্য।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অতএব,

আদেশ হইল,

অত্র ফৌজদারী আপীল দোতরফা সূত্রে না মঞ্জুর হইল। বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক জি,আর-৮৫১/০৫ নং মামলায় আপীল্যান্ট-আসামী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরীকে The Penal Code, 1860 এর ৪৬৮ ও ৪৭১ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করিয়া ৪৬৮ ধারায় ০৭ (সাত) বৎসরের কারাদন্ড ও ১০,০০০/= (দশহাজার) টাকা জরিমানা এবং ৪৭১ ধারায় ০২ (দুই) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জরিমানা সহ উল্লেখিত জরিমানাসমূহ অনাদায়ে আরো ০১ (এক) বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত করিয়া বিগত ১৯/৮/১৫ইং তারিখে যে রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা এতদ্বারা বহাল রাখা হইল।

আপীল্যান্ট-আসামীর জামিন বাতিল করা হইল। তাহাকে অবশিষ্ট দন্ড ভোগ করার জন্য জেল হাজতে প্রেরন করা হোক।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নথি সত্বর সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরন করা হউক।

আমার জবানীতে টাইপকৃত ও শুদ্ধিকৃত।

স্বা/মীর রুহুল আমিন
৮/২/২০১৭
বিভাগীয় বিশেষ জজ
এবং
বিশেষ দায়রা জজ, চট্টগ্রাম''

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব হাফিজুর রহমান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে নিবেদন করেন যে, অত্র মোকদ্দমাটি দাখিল করা হয় ২০০৫ সালে। ঐ সময় দন্ডবিধির ৪৬৮/৪৭১ ধারা দুর্নীতি দমন কমিশনের তফসিলভুক্ত ছিল না। পরবর্তীতে, ইংরেজী ২০১৩ সালে ধারা ৪৬৮ এবং ৪৭১ দুর্নীতি দমন কমিশনের তফসিলভূক্ত হয়। ২০১৫ সালে অত্র রায় প্রদানের সময় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত অত্র মোকদ্দমাটি দুর্নীতি দমন কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধ হিসাবে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুযায়ী বিশেষ জজ আদালতে প্রেরন না করে এখতিয়ার বহির্ভুতভাবে মোকদ্দমাটি শুনানী করে রায় প্রদান করেছেন।

অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব নুরউস সাদিক চৌধুরী, বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল নিবেদন করেন যে, অত্র মোকদ্দমা দায়েরের সময় তথা ২০০৫ সালে দন্ডবিধির ধারা ৪৬৮ এবং ৪৭১ দুর্নীতি দমন কমিশনের তফসিলভুক্ত ছিল না। ফলে অত্র মোকদ্দমাটি বিচার এবং শুনানী করার এখতিয়ার বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের ছিল।

২০০৫ সনে অত্র মোকদ্দমাটি দায়ের হয়েছে। অত্র মোকদ্দমা দায়েরের সময় দন্ডবিধির ৪৬৮ এবং ৪৭১ ধারাদ্বয় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর তফসিলভূক্ত ছিল না। ২০১৩ সালে এদুটি ধারা দুর্নীতি দমন কমিশনের তফসিলভূক্ত হয়। ফলে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের অত্র মোকদ্দমাটি শুনানী ও বিচার করার পূর্ণ এখতিয়ার ছিল।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী কর্তৃক বিগত ইংরেজী

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

১৩.১১.২০০৫ তারিখের লিখিত বর্ণনাটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"আমার নাম মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী, পিতা-মরহুম জয়নাল আবেদীন চৌধুরী, সাং-কুচিয়া মোড়া, থানা-সন্দীপ, জেলা-চট্টগ্রাম। আমি একজন দলিল লিখক আমি দীর্ঘ দিন যাবৎ দলিল লিখার কাজ করিয়া আসিতেছি এবং সময়ে সময়ে জমির ব্যবসা ও মিডিয়ার কাজ করি। এমতাবস্থায় ২০০১ সনে আমার ভেন্ডারীর লাইসেন্স এর প্রয়োজনে আমি সোনালী ব্যাংক কোর্ট হিল শাখায় একটি একাউন্ট করি। তৎমধ্যে আমার আত্মীয় আমার মাধ্যমে জমি খরদ করার জন্য টাকা পাঠাইলে আমি জমি ক্রয় করি এবং এবং আত্মীয় স্বজনের মুরব্বীআনা করিয়া আসিতেছি। এমতাবস্থায়, জনাব জালল উদ্দিন পিতা-মৃতসিরাজুল ইসলাম আমার পরিচিত হয়। আমি তাকে ২০০১ সন হইতে জানি এবং আমার একই লাইনে বসবাস করিতো এবং তাহার আত্মীয় স্বজন বাহিরে থাকে গত মাস দুই আগে সে আমারে বলে যে জমির ব্যবসা করিবে। এই কারনে আমার উপরোক্ত সোনালী ব্যাংকের একাউন্ট নং নিয়া যায় এবং আমাকে সে বিশ্বাস করে এই মর্মে বিদেশ হইতে আমার নামে এবং একাউন্টে ওমান হইতে আমার একাউন্টে ড্রাপ আনায়ন করিয়া আমার মাধ্যমে টাকা জমা করে। আমি টাকা জমা হইলে সকল টাকা ওঠাইয়া তাহাকে সাথে সাথে দিয়া থাকি এবং সে টাকা নিয়া যায় এবং সে ঐ টাকা দ্বারা জমি বায়না করে এবং ১৩.১১.২০০৫ ইং সনে সকাল অনুমান আমি বাকী বাদ টাকা জমার ব্যাপারে সোনালী ব্যাংক ব্যবস্থাপকের নিকট ফোন করিলে উনি আমাকে ব্যাংকের ড্রাপ এর কি যেন সমস্যা আছে এবং সন্ধ্যা আমার সাথে হালিশহর দেখা হইলে আমাকে সোনালী ব্যাংকের ডিজিএম দেখা করার কথা জানাইলে আমি সাথে সাথে ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের সাথে কে.সি. দিয়া রোডে চলে আসি এবং বিস্তারিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জানিতে পারি উক্ত ড্রাপ ভুয়া তৎমতে আমি ব্যাংকের অফিসারবৃন্দের কাছে অনুরোধ করি যে আমাকে এই ড্রাপ দিয়াছে তাহাকে আমি ১৪.১১.২০০৫ইং তারিখে তাহার বাকী টাকা তাহাকে দেওয়ার নাম করে ব্যাংকে হাজির করাইয়া আমার দেওয়া এবং ব্যাংকের টাকা তাহার নিকট হইতে উসুল করিয়া দিবো বলিয়া অঙ্গীকার করি এবং ঐ ব্যক্তিকে ধরার জন্য এবং সুবিধার্থে আমি সোনালী ব্যাংকে কেসিদিয়া রোডে ব্যাংকের শাখায় রাত্রী যাপন করি। আরও উল্লেখ্য যে উক্ত জালাল আহমদ উক্ত টাকা দ্বারা কামাল উদ্দিন পিতা আবদুস ছোবহান হইতে জমি বায়না করিয়াছে এবং সে আমাকে বলিয়াছে টাকা উক্ত কামাল উদ্দিনকে দিয়াছে। এই জবানবন্দী আমার জ্ঞানমতে সত্য এবং এই জবানবন্দী আমার হাতের লিখা।"

পরবর্তীতে মোঃ জালাল উদ্দিন কর্তৃক বিগত ইংরেজী ১৪.১১.২০০৫ তারিখে লিখিত বক্তব্য নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"আমি মোঃ জালাল উদ্দিন ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ব্যাংক ওমান হইতে ইস্যুকৃত ২৯টি ড্রাফট ইকরাম আবেদীন চৌধুরীকে প্রদান করি। ড্রাফটগুলির মোট ২০,৭৫,০০০/- টাকার মধ্যে আমি নগদ ৭,০০,০০০/- সাত লক্ষ টাকা বুঝিয়া পাইয়াছি। একটি ড্রাফট ৭৫০০০/- টাকা ফেরত পাই। আমি ইকরাম আবেদীন চৌধুরীকে ৩ বৎসর যাবৎ চিনি। ওনার পরিবারের সাথে ভাল সম্পর্ক আছে। ৪-৫মাস

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আগে ওনার সাথে কুমিল্লার ২ জন লোক কথা বলে ওই লোকগুলি ওনার হিসাব নং চায় তখন উনি আমার মাধ্যমে ওনার হিসাব নং আমাকে দেয় আমি তখন কুমিল্লার ওই লোকদেরকে ওনার হিসাব নং দেই ড্রাফট এর বিপরীতে পাওয়া টাকা আমি ইকরাম আবেদীন চৌধুরীকে ফেরত দিব। আমি পৃষ্ঠায় ১ এবং ২ এজে বিবরণ দিয়াছি তাহা সত্য। আমি সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিস্কে বিনা প্ররোচনায় উক্ত ঘোষনা দিয়াছি আমি কোন সত্য গোপন করি নাই। মিথ্যার আশ্রয় নিই নাই। আমার ঘোষনা মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমি দায়ী থাকিব।''

পি, উব্লিউ-১ মনির আহমেদ, ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক, কোর্ট হিল শাখা, চট্টগ্রাম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, *''আসামী ইকরাম আবেদীন চৌঃ (ডকে উপস্থিত) ০৯..০৭.২০০১ তাং আমার ব্যাংকে ৮৪৯৭ নং সঞ্চয়ী হিসাব খুলেন। ১২.০৯.২০০৫ তাং থেকে ০৯.১১.২০০৫ তাং পর্যন্ত সময়ে ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ কোম্পানী (LLC) এর ২৯টি ড্রাফট সোনালী ব্যাংক, কে,সি,দে রোড শাখা থেকে সংগ্রহ করে সোনালী ব্যাংক, কোর্ট হিল শাখায় জমা করেন। ২৯টির মধ্যে ২৮টির টাকা ১৯,৭৫,০০০/- টাকা উক্ত হিসাবে জমা হয়। একটি ড্রাফট তারিখ না থাকায় ফেরত দেয়া হয়। হিসাব গ্রহীতার হিসাব থেকে বিভিন্ন তারিখে ৭টি চেকের মাধ্যমে ১৩,৫৮,৭০০/- টাকা উত্তোলন করেন। ৬,১৬,৩৩০/- টাকা হিসাবে balance থাকে। ১০.১১.২০০৫ তাং কে,সি দে রোড শাখা আমাদেরকে লিখিতভাবে অবহিত করে যে, উক্ত Draft গুলি জাল। তার Payment বন্ধ রাখার পরামর্শ দেন। ইকরাম আবেদীন চৌধুরীর ঠিকানায় যোগাযোগ করি। হিসাবে উল্লেখিত ঠিকানায় তাঁকে না পাওয়ায় Identifier তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক সৈয়দ মোঃ আবুল কালাম আজাদ (অপাঠ্য) এর সাথে যোগাযোগ করি। তিনি ১৩.১১.২০০৫ তাং আমাদের শাখায় উপস্থিত হন। খোজ খবর নিয়ে আসামীর বর্তমান ঠিকানা হালিশহর সংগ্রহ করেন। আমি ও তিনি হালিশহর যাই। আসামীকে সেখানে পাই। বিষয়টি তাকে বলি । তাঁকে সহ আমরা D.G.M.কে,সি, দে রোড শাখার নিকট আসি। (অপাঠ্য) D.G.M. এর জিজ্ঞাসাবাদে আসামী ইকরাম আবেদীন চৌধুরী জানান যে, Draft গুলি তাকে আসামী জালাল উদ্দিন পিং সিরাজুল ইসলাম Draft গুলি দিয়েছেন এবং টাকা উত্তোলন করে জালাল উদ্দিনকেই দেয়া হয়েছে। ইকরাম আবেদীন অনুরোধ করেন যে, জালাল উদ্দিনকে ধরার ব্যাপারে তাকে সহযোগীতা করা হোক। DGM মোঃ আবু মুসা তাকে লিখিত দিতে বলেন।*

১৪.১১.২০০৫ ইং তাং ইকরাম আবেদীন জালাল উদ্দিনকে DGM কে,সি, দে রোড শাখায় হাজির হন। আমাদের সম্মুখে জালাল উদ্দিন Draft প্রদানের কথা স্বীকার করেন। জালাল উদ্দিন বলেন যে, তিনি ৭ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। তাকে লিখিত দিতে বলেন। উভয়েই লিখিত বিবৃতি দেন। পরস্পরের বক্তব্য পরস্পর স্বাক্ষর করেন। ১৪.১১.২০০৫ ইং তাং ইকরাম আবেদীন চৌঃ ১৭,৭০০/-টাকা এবং জালাল উদ্দিন ২০,০০০/- টাকা তাৎক্ষনিকভাবে ৮৪৯৭ সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করে। বর্তমানে হিসাবের স্থিতি ৬,৫৪,০৩০/- টাকা । তারা টাকা ফেরত দিতে চান। ১৫.১১.২০০৫-র মধ্যে টাকা ফেরৎ না দেয়ায় ঐ দিন কোতোয়ালী থানায় মামলা দায়ের করি ও আসামীদেরকে পুলিশ হেফাজতে দেই।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

এই সেই এজাহার (Ex-1) । এই আমার সই (Ex-1/1)। পুলিশ তদন্তকালে কাগজপত্র সিজ করে। এই সেই সিজার লিষ্ট (Ex-2)। এই আমার সই (Ex-2/1) । এই সেই জব্দকৃত কাগজপত্র। (অপাঠ্য)।

আসামীপক্ষ অত্র সাক্ষীকে জেরায় ভিন্ন কিছুই আনতে পারেনি বরং আসামীপক্ষের জেরায় রাষ্ট্রপক্ষের মোকদ্দমাটি আরও দৃঢ় ভিত্তি পায়। অপরদিকে পি,ডব্লিউ-২ অশ্রুকণা দস্তিদার, সিনিয়র অফিসার, কে,সি,দে রোড শাখা চট্টগ্রাম। পি,ডব্লিউ-৩ বিপুল চন্দ্র মিত্র, অফিসার, সোনালী ব্যাংক, কোর্ট হিল শাখা, চট্টগ্রাম। পি,ডব্লিউ-৪ আঃ রহমান, সিনিয়র অফিসার, সোনালী ব্যাংক কোর্ট হিল শাখা, চট্টগ্রাম পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে পি.ডব্লিউ-১ তথা এজাহারকারীর বক্তব্য সমর্থন করে মোকদ্দমাটি প্রমান করেছেন।

আসামী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরী তার লিখিত প্রতিবেদনে দোষ স্বীকার করেছেন। জোরপূর্বক তার থেকে তর্কিত লিখিত স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করতে পারেন নাই।

সার্বিক পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, রাষ্ট্রপক্ষ বর্ণিত উপায়ে অত্র মোকদ্দমাটি প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে। অত্র রুলটি খারিজযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি খারিজ করা হলো।

বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ এবং বিশেষ দায়রা, চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল নং ০১/২০১৬(নতুন)/৪২২/২০১৫(পুরাতন)-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০২.২০১৭ তারিখে তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল।

আসামী-দরখাস্তকারী মোহাম্মদ ইকরাম আবেদীন চৌধুরীর জামিন বাতিল করা হল। অত্র রায় প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আসামী-দরখাস্তকারীকে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হল।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতে নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ